দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব হয়েছে, হতাশার দিকও আছে

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

■ রেজাউল হক কৌশিক

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত বাজেট সম্পর্কে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা বলছেন, সামগ্রিকভাবে বাজেট শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব হয়েছে, তবে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য যে দেড় শতাংশ সোর্স ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা খুবই হতাশাজনক। এটা ধার্য করার ক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিকতারও আশ্রয় নেয়া হয়নি বলে মনে করছেন তারা। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘোষণার পর ব্যবসায়ী নেতারা প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন।

প্রস্তাবিত বাজেটকে শিল্পবান্ধব, বিনিয়োগবান্ধব ও জনবান্ধব বাজেট হিসাবে অভিহিত করেছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ। তিনি বলেন, সার্বিকভাবে বাজেট ইতিবাচক হয়েছে। তবে কিছু ব্যতিক্রম প্রস্তাবও করা হয়েছে যেগুলো শিল্পের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। বিশেষ করে কিছু আমদানি পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বিষয়ে তিনি বলেন, বড় ব্যবসায়ীদের জন্য এখনই নতুন আইন চালু করলেও ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য সময় নিয়ে তা চালু করার পক্ষে মত দেন তিনি। আর প্যাকেজ ভ্যাটের স্তর কমানোর পক্ষে বলেন তিনি।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে পোশাক শিল্পে উৎসে কর (সোর্স ট্যাক্স) শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দেড় শতাংশ করা হয়েছে। এতে দেশের ছোট ও মাঝারি অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) সাবেক সহ-সভাপতি ও এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ইএবি) প্রথম সহ-সভাপতি মো. হাতেম বলেন, এবারের বাজেটে গার্মেন্ট খাতের জন্য কোনো সুখবর নেই। পোশাক শিল্পখাতের সঙ্গে বৈরী আচরণ করা হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি হোসেন খালেদ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু ইতিবাচক দিক এবং অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় প্রস্তাবসমূহকে স্বাগত জানান।

এদিকে রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন বলেন, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পেশ করা ও দীর্ঘ সময় যাবৎ আলোচিত ১৩টি প্রস্তাবনা বিবেচিত হয়নি। প্রস্তাবিত বাজেটে আবাসন শিল্প রক্ষার্থে দাবির প্রতিফলন ঘটেনি। উপরন্তু এ বাজেট ঘোষণায় আবাসন খাতে প্রস্তাবিত আয়করের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের মৌলিক অধিকার বাসস্থানের জন্য ব্যয় বেড়ে যাবে।